ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ ভাদ্র ১৪৩০, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিশেষ সমাবর্তনে অংশগ্রহনের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় বৃদ্ধি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে Doctor of Laws (Honoris Causa) (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন-২০২৩ আগামী ২৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

এই বিশেষ সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অ্যালামনাই এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট পূর্বঘোষিত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শুক্রবার-এর মধ্যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেননি, তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ও সমাবর্তনে অংশগ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করায় অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ রাত ১২:০০টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অনলাইনে রেজিস্টেশনের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালো দিবস' পালিত

অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থাকবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা আরও বেগবান করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, অসাংবিধানিক শক্তির উত্থান ঘটলে দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সকল অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সবসময় সোচ্চার থাকবেন। কালো দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৩ আগস্ট ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ২০০৭ সালের ২৩ আগস্টের ঘটনায় কারা নির্যাতিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসব

নৃত্যকলা বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান- উপাচার্য

নৃত্যকলা বিভাগের উদ্যোগে '১ম আন্তর্জাতিক শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসব ২০২৩' গত ২০ জুলাই ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় উপাচার্য নৃত্যকলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রয়াস' শিরোনামে একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন।

নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন মনিরা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হাই-কমিশনার প্রণয় ভার্মা, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং নৃত্যকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এছাড়া, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভারতের কথক নৃত্যের বিশিষ্ট নৃত্যগুরু ও নৃত্যশিল্পী শ্রী সন্দীপ মল্লিক, মনিপুরী নৃত্যের প্রখ্যাত নৃত্যগুরু ও নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি বিম্বাবতী দেবী এবং ভারতনাট্যম নৃত্যগুরু শ্রী উত্তীয় বড়ুয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, নৃত্যকলা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান। এই বিভাগ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, মুক্তচিন্তা, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। মানুষের মাঝে যখনই সদ্ভাব ও বিনয়ের প্রকাশ ঘটে তখনই সুন্দর সমাজ গঠন হয়। এই ধরনের আয়োজন সুন্দর সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। নৃত্যসহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী নৃত্য, প্রদীপ প্রজ্বলন ও নৃত্যকলা বিভাগের তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সুফিবাদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মরমীবাদের ইসলামী রূপ সুফিবাদ- উপাচার্য

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর যৌথ উদ্যোগে 'সুফিবাদের সমাজ বিজ্ঞান, পূর্ণমানবতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির ঐশী অন্বেষণ' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওবায়দুল করিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি এমপি প্রধান অতিথি এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির ও দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভান্ডারী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অমিত দে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৈয়দ ইরফানুল হক স্বাগত বক্তব্য দেন এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সুফিবাদের মূল্যবোধ ধারণ করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মরমীবাদের ইসলামী রূপ সুফিবাদ হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, সুফিবাদের দর্শন অনুসরণ করে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে কাজ করতে হবে।

'খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও আধ্যাত্মিক ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার

উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও গবেষক হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা এর শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক ভাবনা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. এএফএম রুহুল হক এমপি, ঢাবি দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তফা আবুলউলায়ী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আশুতোষ (চেয়ার) অধ্যাপক ড. অমিত দে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আবদুল মজিদ এবং খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট-এর মহা-পরিচালক এএফএম এনামুল হক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহর অসাম্প্রদায়িক, মানবিক মূল্যবোধ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই উপমহাদেশে শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে। খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহর দর্শন সকল মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তিনি সমাজের সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষকে সমভাবে সেবা প্রদান করেছেন এবং ভালোবেসেছেন। সমাজে যে উগ্র ধারা রয়েছে তাকে দমন করার জন্য খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহর সুফিবাদী চিন্তাদর্শন ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

সেমিনারে দেশ-বিদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য অর্থনীতি সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'Progress Towards Universal Health Coverage' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. এনামুল হক, বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. বুশরা বিনতে আলম এবং ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের টিম লিডার মিস ফাহমিদা শবনব বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহমুদ খান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এছাড়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক ড. সৈয়দা নওশীন পন্নী এবং স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শারমিন মবিন ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য চিকিৎসা পেশায় জড়িতদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প চালু করেছে। দেশের অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩১ আগস্ট ২০২৩ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার বক্তব্য রাখেন। সহকারী অধ্যাপক আলিফা বিনতে হক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অবিচ্ছেদ্য ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধুর আসার কথা ছিলো, কিন্তু ঘাতকদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের কারণে সেটি আর সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ, আন্দোলন, আদর্শ, দর্শন ও সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে। টেকসই জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

রচনা প্রতিযোগিতায় ১০ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৬ আগস্ট ২০২৩ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে এক আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ছবিতে অতিথিবৃন্দের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্তদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ জন্মাষ্টমী মহোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান হল উপাসনালয়ে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ড. মনোয়ার হোসেন ১১ লাখ ৪০ হাজার টাকার একটি চেক গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদের স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য বিভাগের ২৯ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থী অর্থ প্রদান করেছেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা এবং প্রয়াত অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদের স্ত্রীসহ কয়েকজন দাতা সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করা হবে। এছাড়া, অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অ্যাওয়ার্ড এবং সেরা পিএইচডি/মাস্টার্স থিসিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

বঙ্গবন্ধু ও নজরুলের দর্শনে

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, কবি নজরুলকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে এনে তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ ও সুচিকিৎসা করানোসহ তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কবি নজরুলের মতো বঙ্গবন্ধুও একটি মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে। বঙ্গবন্ধু এবং নজরুলের দর্শনের আলোকে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকলকে সাথে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. দেবপ্রসাদ দাঁ-এর নেতৃত্বে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন।

এর আগে কবির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল ৬:১৫টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শোভাযাত্রা সহকারে কবি'র সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। এছাড়া, বাদ ফজর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়া'য় কোরানখানি অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. নূরুর রহমানের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান ছিলেন আইবিএ-এর একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক ও গবেষক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এই প্রথিতযশা অধ্যাপক আইবিএ-এর পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা প্রসারে বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষায় ও গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান গত ১০ আগস্ট ২০২৩ রাজধানীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

চতুর্দশ পল্লীকবি আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কবি জসীম উদ্‌দীন হল ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে ৩-দিনব্যাপী 'চতুর্দশ পল্লীকবি আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতা ১৪২৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ হল মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

জসীম উদ্‌দীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি এস এম ফরহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম শাহীন খান, এ্যাডভোকেট শামীমা আক্তার খানম এমপি, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক নঈম নিজাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর মুহাম্মদ ইহসান-উল-কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুম বক্তব্য রাখেন। হল ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের কবিতা, উপন্যাস ও গল্প থেকে গ্রামীন মানুষ, জনপদ, শিল্প ও সংস্কৃতির অপরূপ চিত্র সকলে অনুধাবন করতে পারে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা উভয়েই অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব দরবারে একটি মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে কোন অপশক্তি যেন দেশের সাংবিধানিক রীতি-নীতি ও বিচার ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ থাকতে হবে। বিতর্ক চর্চা ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও স্মার্ট গ্র্যাজুয়েট হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডেঙ্গু রোগের প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবং বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহমুদ আল আমিন মিলনায়তনে ডেঙ্গু মশার প্রতিরোধ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগমের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. হামিদা খানম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. লোকমান হোসাইন।

সেমিনারে 'Dengue Mosquitoes: Identification, Surveillance and Control Measures' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মো. হাসানুজ্জামান। এসময় 'Dengue Epidemiology in Bangaladesh: How far are we from an Effective Vaccine?' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবি'র ইমার্জিং ইনফেকশন অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি ল্যাবরেটরি বিভাগের সায়েন্টিস্ট ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থা না হলে মানুষ হাসপাতালে যেতে চায় না। আবার হাসপাতালেও পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা নেই। তাই শুধু চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করলেই হবে না, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন জন সচেতনতা। অপরিকল্পিত নগরায়ন ডেঙ্গুর মত রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ নগরায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই পরিকল্পিত নগরায়নে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) আরো বলেন, উন্নত বিশ্বে গবেষণার জন্য ডেঙ্গু রোগের তথ্য সংরক্ষিত থাকে। আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ডেঙ্গু রোগ ও রোগীর বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। তবে এই বছর প্রথমবারের মত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু রোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করছে, যা প্রশংসাযোগ্য। তিনি ডেঙ্গু রোগ বিস্তার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সেমিনার আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

স্পেনের প্রতিনিধিদল

স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার বিষয়ক ইন্ডিটেক্স চেয়ার অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুয়েরা-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক মারিয়া জোসেফা মার্টিনেজ লোপেজ এবং কার্লোস পিওরো।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

মিশরের প্রতিনিধিদল

মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইব্রাহিম সালাহ এলসায়েদ সোলেমান এলহুডহুড-এর নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন–মিশরের হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর মেম্বার মোহাম্মদ মাহমুদ আহমেদ হাশিম, অধ্যাপক গামাল ফারুক গেব্রিল মাহমুদ এলদাকক এবং অধ্যাপক মাহমুদ আহমদ শাহাত আলসোগির।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা একে অপরকে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। মিশরীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য সুফিবাদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে উপাচার্য বলেন, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে বিশেষ করে মৌলিক দর্শন, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রে অনেক মিল রয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য প্রতিনিধিদলের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. ইয়ংমিন সিও তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

এছাড়া, তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে কোইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা কোর্সের আরও সম্প্রসারণের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং কোরিয়ায় কর্মসংস্থানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার বিষয়ক ইন্ডিটেক্স চেয়ার অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুয়েরা-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইব্রাহিম সালাহ এলসায়েদ সোলেমান এলহুডহুড-এর নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

রোহিঙ্গা সংকট নিরসন বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'Genocide and Justice: Bangladesh's Response to the Rohingya Crisis' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সম্মেলন গত ২৬ আগস্ট ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি প্রধান অতিথি এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি জোহান্স ভ্যানদার ক্ল্যাও, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এয়ার কমোডর (অব:) ইশফাক এলাহী চৌধুরী, মাইগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনির ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপিজে (গবেষণা)-এর পরিচালক ড. এম সঞ্জীব হোসেন প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. জামিলা এ চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবিলম্বে দেশে ফেরত নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি সকল নাগরিক অধিকার ও মর্যাদাসহ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা বিভাগের উদ্যোগে '১ম আন্তর্জাতিক শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসব ২০২৩' গত ২০ জুলাই ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞের ঘটনা, ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলার ন্যক্কারজনক ঘটনা এবং ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তি এসব বেদনার্ত, নির্মম ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিয়েছিল। এরা গণতন্ত্রের শত্রু, সংবিধানের শত্রু।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ২০০৪-২০০৬ সাল পর্যন্ত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আমরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাই ২০০৭ সালের সেনা সমর্থিত শাসন ও ২০-২৩ আগস্টের ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করি। সেসময় এক কঠিন পরিস্থিতিতে নানা ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিলো। সংবিধান পরিপন্থী সকল অশুভ শক্তির উত্থান প্রতিহত করতে ভবিষ্যতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সাহসী ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

২০০৭ সালের ২৩ আগস্টের ঘটনাকে জাতির জীবনে এক কালো অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তৎকালীন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক ভাবধারায় বাংলাদেশকে পরিচালিত করার হীন চেষ্টা চালিয়েছিল। সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে সারা দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে দেশের উন্নয়নের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় সর্বদা সোচ্চার থাকার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকলের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

'কৃষি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি' শীর্ষক ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতায় গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলজিস্টস (জিএনওবিবি), বাংলাদেশ বায়োসেফটি অ্যান্ড বায়োসিকিউরিটি সোসাইটি (বিবিবিএস) এবং ফেডারেশন অব এশিয়ান বায়োটেক এসোসিয়েশনস (এফএবিএ) -এর যৌথ উদ্যোগে 'কৃষি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি' শীর্ষক ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শুরু হয়েছে। ৩-দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

সম্মেলনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমদাদুল হক চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরফুদ্দিন আহমেদ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, বিবিবিএস-এর সভাপতি ড. চন্দন কুমার রায়, এফএবিএ-এর সভাপতি ড. আসাদুল গণি এবং জিএনওবিবি-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সেরাজ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলনের সফলতা কামনা করে বলেন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও কঠোর নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। নিরাপদ ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণে সকল ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। করোনা মহামারি, ডেঙ্গুসহ স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলায় জৈব প্রযুক্তির উন্নয়নে মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক, গবেষক ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

সম্মেলনে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলজিস্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং জীবপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক ড. আহমেদ শামসুল ইসলামের কর্মময় জীবনের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় কবি'র ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও নজরুলের অসাধারণ মিল রয়েছে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, কবি নজরুলের কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গানসহ সকল সৃষ্টিকর্মে যে মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অসাধারণ ভাবনা ও দর্শন

উপস্থাপিত হয়েছে, তা সর্বযুগে ও সর্বকালে সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক। নজরুলের এসব মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও দেশ বিনির্মাণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও নজরুলের দর্শনে অসাধারণ মিল রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁদের দর্শন ও চেতনা যুগে যুগে সব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রেরণার উৎস। গত ২৭ আগস্ট ২০২৩ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি'র সমাধি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতির (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৫৯ জন শিক্ষার্থী

স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৫৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পুস্তক রচনা ও গবেষণা কর্মের জন্য অনুষদের ১০ জন শিক্ষককে ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, একটি সভ্য সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে তাদের গড়ে ওঠতে হবে। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার জন্য তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাবি এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. বদরুল ইসলাম নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. জামাল উদ্দিন ভূঞা উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি সুবিধা এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করবে। এই দু'বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে দেশে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা আরও জোরদার হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনেও এই উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ৬ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

পড়ালেখায় অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলাফল করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ৬ শিক্ষার্থী 'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ আর. সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান এবং চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বাংলা, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় দক্ষতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজন স্বীকৃত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদা আক্তার ও মো. শুভ শেখ এবং ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মোছা. ফাহিমা সুমাইয়া, মিতু আক্তার, শান্তা আক্তার এবং মো. তানভীর আহমেদ।

জগন্নাথ হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ১০ শিক্ষার্থী

জগন্নাথ হলের ১০জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র 'জগন্নাথ হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ প্রদান করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এস এম বাহালুল মজনুন, সিনেট সদস্য মোহাম্মদ ইকবাল মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বৃত্তিপ্রদানসহ এরকম বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আশাপ্রকাশ করে বলেন, এই বৃত্তির দ্বারা শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত ও উপকৃত হবে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে মানবসেবায় ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হলেন- বিকম চন্দ্র সিংহ, ধ্রুব দত্ত অন্তর, সঞ্জিত রায়, সামসন বম, নিলয় মিত্র, মং সিং চিং মারমা, জয় গোলদার, জয়ন্ত ডালু, অকসই কুমার হাজং এবং প্রিতম মন্ডল।

আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি পেলেন ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থী

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের এমএস শ্রেণির ২৫জন শিক্ষার্থী আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ডের গবেষণা অনুদান লাভ করেছেন। এছাড়া, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১৫জন শিক্ষার্থী আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি লাভ করেছেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে অনুদান ও বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ এ সারওয়ার এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছাত্র-ছাত্রীদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। দায়িত্ববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫